মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আন্ত:জেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য গ্রেফতার

আন্তঃজেলা ডাকাত চক্রের ডাকাত সর্দারসহ ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর পুলিশ। এসময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ডাকাতরা হলো, রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার সেনপাড়া কালিতলাপাড়া এলাকার ডাকাত দলের সর্দার মোঃ আলতাফ মন্ডল (৫৩), চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালিয়া গ্রামের ডাকাত সর্দার রমজান আলী ও ডাকাতদলের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মো: আসাদুল ইসলাম ওরফে শরিফুল ইসলাম।

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা শাখা ও মেহেরপুর জেলা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একযোগে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব ডাকাতদের গ্রেফতার করে।

আজ শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল ১১ টার সময় পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত প্রেসকনফারেন্স সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিক ভাবে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম এই তথ্য জানান।

তিনি জানান, ডাকাত সর্দার মোঃ আলতাফ মন্ডলকে গত ৫ নভেম্বর রাতে রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার সেনপাড়া কালিতলা বাজার থেকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৭’শ টাকা ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
ডাকাত সর্দার আলতাফের বিরুদ্ধে ৮ টি ডাকাতি মামলা ও ১ টি অস্ত্র মামলা আছে। গত ৬ নভেম্বর রাতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালিয়া থেকে ডাকাত সর্দার রমজান আলীকে গ্রেফতার করা হয়। ডাকাত রমজানের বিরুদ্ধে ১ টি ডাকাতি ও ১ টি চুরির মামলা রয়েছে। ডাকাত মো: আসাদুল ইসলাম ওরফে শরিফুল ইসলামকে গত ৭ নভেম্বর রাত ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার জিহালা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ডাকাত আসাদুল ইসলাম ওরফে শরিফুল ইসলাম একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে

একটি চুরির মামলা রয়েছে।

এসব ডাকাতদের গ্রেফতারের পর গত ৮ নভেম্বর বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। তারা ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি নামক স্থানে রাস্তায় গাছ ফেলে ১০/১২ জন ডাকাত হাসুয়া করাতসহ দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে কুষ্টিয়ার দিক থেকে আসা ড্রামট্রাক, আলমসাধু, হানিফ পরিবহন ও কুষ্টিয়াগামী ড্রাম ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন আটকিয়ে গাড়ির ড্রাইভার, হেলপার এবং সাধারণ যাত্রীদের দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকাসহ অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেয়।

এসময় ড্রাম ট্রাকের এক চালক ও এক হেলপারকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এই ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন ডাকাতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা করা হয়। যার মামলা নং ০২, তাং- ০২/১১/২০২৪, ধারা- ৩৯৫/৩৯৭ পেনাল কোড।

এসময় মেহেরপুর এডিশনাল এসপি আবদুল করীমসহ পুলিশের কর্মকর্তারা ও স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১২

২৪ ঘন্টার অভিযানে মাদকসহ বিভিন্ন মামলায় ১২ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে (নিয়মিত মামলা) মাদক মামলায় ৫ জন, পুরানো মামলায় ৩ জন আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৭ আসামি, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৩ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম জানান, মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পৃথক টিম জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ শুক্রবার (৮ নভেম্বর) আদালতে নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে গ্রেফতারের পর আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সিনিয়র চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ঢাকার সাভার নবীনগর এলাকা থেকে র্যাব-৪ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতে পুলিশ ৩টি মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালতে তাকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিনদ্দিকী সমিকে র্যাব ৪ ঢাকা নবীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

আজ শুক্রবার ভোররাতে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়্। তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির নামে ঝিনাইদহে ১১ বছর আগের জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যার ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা, গত ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের

বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২টি মামলাসহ মোট ৩টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ২০১৪ সালে সতন্ত্র ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে সতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের কাছে পরাজিত হন। তিনি ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম নুরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে। তিনি ঢাকা ডরিন পাওয়ার লিমিটেড এর মালিক।

গাংনীতে চার কেজি গাঁজাসহ আটক ১

মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজা সহ একজনকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ বৃহস্পতিবার (০৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ধাওয়া করে দেবীপুর বাজারে সিএনজিসহ আটক হন একজন মাদক কারবারি। আটককৃত সিএনজি চালক মিলন শাহা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের ফজলু শাহ-র ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর বাজারে সহকারী উপপরিদর্শক দেবদাস কুমারসহ সঙ্গীয় সদস্যদের নিয়ে চেকপোষ্ট বাসিয়ে সড়কে চলাচলকৃত গাড়ি তল্লাশী করছিল। ঐসময় একটি সিএনজি পুলিশের চেকপোষ্ট অমান্য করে দ্রুত গতিতে চলে আসে। পুলিশ সদস্যরাও বাইক নিয়ে ধাওয়া করে সিএনজিটিকে। বামন্দী বাজারে এসে সিএনজির একটি চাকা পাংছার হলে গাড়িতে থাকা আর একজন পালিয়ে যায়। তখন পুলিশ সদস্যরা গাড়িটি আটকে ফেলে সিএনজির ভিতরে কালো পলিথিনে মোড়ানো তিনটি প্যাকেট থেকে ৪ কেজি গাজা উদ্ধার করে।

আগামীকাল শুক্রবার আটককৃতের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে

মামলা শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হবে।

মেহেরপুরে কলেজ ছাত্রী অপহরণ মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে কলেজ ছাত্র অপহরণ মামলার আসামী শিমুল হোসেন (২২) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শিমুল গাংনী উপজেলার ধানখোলা মাঠপাড়া এলাকার রাইতাল হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহর থেকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন।

মামলার তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক বিকাশ মজুমদার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মেহেরপুর সদর থানার কালিগাংনী গ্রামের ছহিরুল ইসলামের মেয়ে কলেজ ছাত্রী সাদিয়া আক্তারকে অপহরণের অভিযোগ এনে তাঁর পিতা ছহিরুল ইসলাম একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনের ৭/৩০ ও সড়ক পরিবহণ আইনের ৯৮/১০৫ ধারায় দায়ের করা সদর থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/১১/২৪ ইং।

তবে, মামলার আসামি শিমুল হোসেন জানান, সাদিয়ার সাথে আমার দীর্ঘ প্রেমের সম্পর্ক থাকায় তাঁকে নিয়ে গত ঈদের দিনে মোটরসাইকেল যোগে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। কাথুলি-গাংনী সড়ক দিয়ে ভাটপাড়া ইকোপার্কে আসার সময় রাস্তার কালভার্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হই। এসময় সাদিয়া গুরুতর আহত হন। আহতাবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও পরে ঢাকা মেডিকেলে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিল। সেখানে আমরা টাকা পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। বর্তমানে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে আমার নামে অপহরণ মামলা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার গ্রেফতারকৃত শিমুলকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে

জানান উপপরিদর্শক বিকাশ মজুমদার।

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, বিজিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদফতরের পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ ৪ জন মাদক কারবারিকে আটক করেছেন অভিযানিক দল।

এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে মাদক কেনাববেচার ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে তাদের পৃথক স্থান থেকে আটক করে। আটককৃত হলো- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ভাগজাতপুর গ্রামের ইসমাইল মন্ডলের স্ত্রী তিলোক জান (৪৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ অক্টোর নগর গ্রামের আসমত ব্যাপারীর স্ত্রী কোহিনুর খাতুন(৫০), মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নবীনপুরের মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ইন্তাজুল হোসেন ওরফে ইন্তা(৪৮) ও একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে জয়নাল আবেদীন(৪৬)।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রওশনের নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা, মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ তিলোক জান, কোহিনূর খাতুন ও ইন্তাজুল কে আটক করে। পরে সাহারবাটি ডিসি ইকো পার্কের গুচ্ছগ্রামের জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি গাঁজা, ১৭ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনি প্রক্রিয়ায় মাদকচক্রদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে দিকে মহিলা কলেজ মোড় সড়কে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে অর্ধশতাধিক মামলার মধ্যে ২ টি লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে এবং ১২টি মোটরসাইকেলের চালককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন যানবাহনে কাগজপত্র তল্লাশি করে। অভিযানে প্রায় ১২টি গাড়ির মালিককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মেহেরপুরে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ট্রাফিক অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীর টিম ও ট্রাফিক পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন। পরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারীর নেতৃতে পুলিশের একটি টিম হেলমেট বিহীন যারা রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিল তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরিধান করে ও বৈধ কাগজপত্র সাথে রেখে মোটরসাইকেল চালানোর জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিকেল ৫টার সময় কলেজ মোড়ে ৪০ টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হেলমেট ও রেজিস্ট্রেশন বিহীন চালকদের ৫৯

হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট এক লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

পৌনে ৩ কেজি গাঁজাসহ তৌফিক মোল্লা (৩৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর ক্যাম্প।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আবুল কালামের ছেলে।

র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে ২ কেজি ৭ শ গ্রাম হাঁজাসহ আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক গাঁজার বিক্রির জন্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। আটককৃতকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা

অফিসারকে লাঞ্ছিতের অভিযোগ

আদালত কর্তৃক প্রেরিত মামলার তদন্তে শুনানীকালে গাংনী উপজলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে অবস্থিত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় র্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টীম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের বিষয়টি ছিল গাংনীর আলোচিত ঘটনা। র্যাব,পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আসলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থমথমে অবস্থা বিরাজ করে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক জানান, দাপ্তরিক কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে আদালতে দায়েরকৃত মামলার অধিকতর অনুসন্ধান, প্রতিবেদন ও সুষ্ঠু সমাধান করার লক্ষ্য সালিস মিমাংসা করতে আদালতের পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান করা হয়। সেই লক্ষ্য উপজলা পরিষদের প্রায় সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জানা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ (বিচারক) মো. তহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পিটিশন নং-১০৮/২০২৪ মামলার নিস্পত্তি করত আদেশ দেয়া হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৭ (১ক)(ক)ধারা অনুযায়ী এই আদেশ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে একটি লিখিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রতিবদনের সমর্থন সাক্ষীদর সাক্ষ্য গ্রহনের কাগজ পত্র সহ প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমান দাখিলের নির্দশনা দেয়া হয়।

পারিবারিক আদালত সালিস মিমাংসা করতে সে মোতাবেক গতকাল সোমবার বাদী ও বিবাদীদর শুনানীত আহবান করা হয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক যথারীতি মামলার বাদী সীমা খাতুন ও বিবাদী তুহিন আলীকে নিয়ে উভয়পক্ষের স্বাক্ষীদের নিয়ে শুনানী করছিলেন। এমতাবস্থায় একদল দুর্বত্ত শিক্ষা অফিসে এসে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি শুরু করে এবং বিবাদীপক্ষের লাকজনের উপর চড়াও হয়। একপর্যায়ে তাদেরকে কিল ঘুষি মারতে থাকে। বাইরে হট্টগাল ও গালিগালাজ শুনতে পেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক অফিসের গেটের সামনে আসেন। একদল উছৃংখল দুর্বৃত্ত শিক্ষা অফিসারের উপর চড়াও হয় এবং তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এসময়

শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে নানাভাবে অশ্রাব্যভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে দুর্বৃত্তরা। একপর্যায়ে তার শার্টের কলার ধরে টানাহেচড়া করে লাঞ্ছিত করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা দ্রুত শিক্ষা অফিসে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। পরবর্তীতে ঘটনার বিবরণ জানতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকর অফিস কক্ষে আলাচনায় বসেন। এসময় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক ঘটনার বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকর্তা, আমার অফিসে বসে দাপ্তরিক কাজর পাশাপাশি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী মামলার শুনানী করছিলাম। এসময় ১৫/২০ জন যুবক আমাকে শার্টের কলার ধরে টানা হেচড়া করে, আমার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন, বহিরাগত দুবর্ত্তরা আমাদের অপমান করে, লাঞ্ছিত করে, তাহলে আমি বা আমরা কিভাবে কাজ করবো। এসময় একাধিক কর্মকর্তারাও বলেন, এমন পরিস্থিতি হলে আদালতের প্ররিত কোন সালিস, তথ্য প্রমান, অনুসন্ধান রিপোর্ট দিতে পারবো না। তবে সিসি টিভির ক্যামেরায় ত্রুটি থাকায় ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাত্ব করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে জেলা প্রশাসককে বিষয়টি অবহিত করি। পরবর্তীতে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে কঠোর ভুমিকা রাখেন জেলা প্রশাসক স্যার। তিনি আরও বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুর্বত্তদের সনাক্ত করা হচ্ছে। তাৎক্ষনিকভাব গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল, মেহেরপুরে দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনীদল, র্যাব-১২ এর ক্যাম্প ইনচার্জ আশরাফুল্লাহক বিষয়টি অবহিত করা হয়। ঘটনায় জড়িতদের দ্রত আটক এবং আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন বলেও উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

উল্লখ্য,গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের সোহরাব আলীর মেয়ে সীমা খাতুনের সাথে একই উপজলার ঝোরপাড়া গ্রামের মোখলেছুর রহমানের ছেলে তুহিন আলীর প্রেমর সম্পর্ক নিয়ে ১ বছর আগে নিকাহ রেজিষ্টারের কার্যালয়ে বিয়ে হয়। পরবর্তীত পারিবারিক ভাবে ভুল বুঝাবুঝি হলে ছেলে তুহিন আলী বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করে। স্ত্রী সীমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে সীমা খাতুন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলা দ্রত নিষ্পত্তি করতে ইতোপূর্বে গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে নির্দশনা

দেয়া হয়েছিল। মামলা নিষ্পত্তি করতে তিনি স্বামী তুহিনের ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু স্ত্রী বাদি সীমা খাতুন নারাজি দিয়ে আদালত অবমাননা করে চলে যায়। পরবর্তীত উক্ত মামলা পুনঃ প্রতিবেদন করে নিস্পত্তি করতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেই আলোকে তিনি উভয়পক্ষর শুনানী করছিলেন।

গাংনীতে বিশেষ টাস্কফোর্সের অভিযানে জরিমানা আদায়

গাংনীর বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে মেহেরপুরের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্স।

আজ সোমবার বিকেলে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বামন্দী বাজারের মাছ, মুরগী, সবজিসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্সের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এনডিসি মো: সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্কফোর্স টিম বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সে অভিযান চালায়। দোকানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা না থাকায় অত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬ এর ৬/১ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময়ে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মূল্য তালিকা না থাকায় তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।